NOV. 28 2001

যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পাঠ্যবই, যথাসময়ে চাই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল পাঠ্যপুস্তক লইয়া গত বৎসর যে দুঃসহ স্মৃতি রহিয়াছে উহার তাড়া হইতে অব্যাহতির আশায় এই বৎসর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাপার কাজটি বিকেন্দ্রীকরণ করিয়াছে। প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ১৫০টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে এবং মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের জন্য ২৯৬টি প্রেসকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় ছাপাসহ যাবতীয় কাজ দেখাশোনার জন্য ২০টি মনিটরিং টিম এবং মনিটরিং টিমের কাজ তদারকির জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হইয়াছে। জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন, পাঠ্যবই ছাপার কাজ দ্রুততার সহিত আগাইয়া চলিয়াছে। অপরদিকে যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে প্রেস মালিকদের বরাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই ছাপার কাজে পুরা ডিসেম্বর মাস চলিয়া যাইবে। মধ্য জানুয়ারির আগে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছাইবে না। উল্লেখ্য, সরকার বৎসরের প্রথমেই সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছাইতে চায়। সেই লক্ষ্যেই প্রেস মালিকদের বলিয়াছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই ছাপার কাজ ২৯ নভেম্বরের মধ্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণীর বই মধ্য ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে। প্রেস মালিকরা তাহা পাড়িবে না বলিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে দাঁড়াইয়া যতই বলুন না কেন ছাপার কাজ আগাইয়া চলিয়াছে, তাহার মানে ইহা নয় যে, মন্ত্রণালয়ের আশা প্রেস মালিকেরা পূরণ করিতে পারিবে। বই মুদ্রণের কাজ অনেক প্রেসকে দেওয়া হইলেও কোটি কোটি সংখ্যক বই ছাপাতে সময় প্রয়োজন। তবে ইহা সত্য যে, ছাপার কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করিবার ফলেই এই বৎসর হয়তো বৎসরের শুরুতেই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই হাতে পাইবে। ইহা নিশ্চয়ই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে মধুর মনে হইবে। কারণ গত বৎসর শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মার্চ-এপ্রিলে এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মধ্য জুনেও পাঠ্যপুস্তক পায় নাই। সেই দুঃসহ স্মৃতি শিক্ষার্থীদের মনে যেমন শঙ্কার ডঙ্কা বাজাইতেছে তেমনি পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়কেও তাড়িত করিতেছে। ফলে তাহারা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ২০টি মনিটরিং সেল ও একটি টাস্কফোর্স গঠন করিয়াছে। তাহারা রাতদিন ব্যস্ত রহিয়াছে মুদ্রণ কর্ম তদারকিতে। কর্তৃপক্ষ আর ব্যর্থ হইতে রাজি নয়– এই মনোভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। তবে, এই বৎসরও কিছু বইয়ে কিছু সংশোধন করা হইয়াছে। সেই কারণে কতিপয় পুস্তক মুদ্রণে বেশি সময় লাগিয়া যাইবে। তবে, তাহার পরও মধ্য জানুয়ারির বেশি গড়াইবে না।

কথায় ও কাজে মিল না পাওয়া গেলেও এই বৎসর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ গত বৎসরের মতো মধ্য জুন পর্যন্ত গড়াইবে না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণকর্ম দিয়া যেমন নজির স্থাপন করিয়াছিল, তেমনি ওই দুর্নীতির ফলে বিগত সরকারের যে ভাবমূর্তি নস্যাৎ হইয়া গিয়াছিল, সেই দুর্নাম আর এই সরকার লইতে রাজি নয়। এই জন্যই মনিটরিং সেল গঠন করিয়াছে। মনিটরিং সেলে কর্মরত কর্মকর্তারা যাহাতে ফাঁকি দিতে না পারেন, যথাসময়ে যাহাতে পুস্তক মুদ্রণ সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়, তাহা নিশ্চিত করিতেই টাস্কফোর্স গঠন করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি নির্ধারিত সময়ের চাইতেও বেশি সময় লাগে তাহার দায় দৈবের কাঁধে দিতে হইবে। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ঢাকায় দিনের বেলা ট্রাক চলাচল করিতে পারে না বলিয়া পাঠ্যপুস্তকের জন্য কাগজ সরবরাহ যথাসময়ে সম্ভব হইতেছে না। বিদ্যুতের লুকোচুরিও মুদ্রণ ও বাঁধাই কর্মের বাধা হইয়া দাঁড়ায়– এই সত্য মনে রাখিয়াও আমরা আশা করিতে চাই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পাক শিক্ষা বৎসরের শুরুতেই।